যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাস বিরোধী কৌশলের রূপরেখা

ওয়াশিংটন, ৩০শে আগস্ট -- যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সৈনিকদের একটি সংগঠনের জাতীয় সম্মেলনের পৃথক সমাবেশে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফিল্ড ঘোষণা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস মোকাবেলায় কখনও পিছু হটবে না বা তার মিত্রদের পরিত্যাগ করবে না।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি গত ২৮শে আগস্ট বিকেলে নেভাদার রেনোতে ভেটারানস অব ফরেন ওয়ারস-এর বার্ষিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় একই সমাবেশে প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফিল্ডও বক্তৃতা করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট তার মন্তব্যে বর্তমান প্রশাসনের চার-দফা সন্ত্রাস বিরোধী কৌশল উল্লেখ করেন। দফাগুলো হলো:

- আক্রমণ সংঘটনের আগেই প্রতিরোধ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে ও সারা বিশ্বে সন্ত্রাসীদের ক্রমাগত তাড়া করা হবে।
- সন্ত্রাসীদের নিরাপদ স্থান পাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। তিনি বলেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের পর

আমরা প্রেসিডেন্ট বুশের মতবাদ প্রয়োগ করেছি। আর তা হচ্ছে -- সন্ত্রাসীদের সমর্থন, রক্ষা বা আশ্রয় প্রদানকারী যে কোন ব্যক্তি বা সরকার নিরাপরাধীকে হত্যার সহায়তাকারী এবং এর জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

- গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার রোধ করতে হবে এবং সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তা রক্ষা করতে হবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, ১১ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী বিশ্বে "সন্ত্রাসীদের পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের পূর্বেই আমাদের তা মোকাবিলা করতে হবে।" তিনি বলেন, আক্রমণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আত্মরক্ষা হতে পারে না; বরং তা আত্মহত্যার শামিল।

- মিঃ চেনি বলেন, সন্ত্রাসীরা যাতে কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সে জন্যই আফগানিস্তানে তালিবান ও আল-কায়েদা সদস্যদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর একই কারণে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানী সরকারের সাথে কাজ করছে, ইরাকে সাদ্দাম হোসেন সরকারের অবশিষ্ট অনুগত লোকজন এবং বিদেশী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, যারা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাকের মুক্তিকে এই বলে সমালোচনা করে যে সেখানে হামলা চালিয়ে "ভিমরুলের চাকে" আঘাত করা হয়েছে; তারা ভুলে যায় যে, ১১ই সেপ্টেম্বরে যখন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্বিচারে আঘাত হানা হয়েছিল, তখন ইরাকে সে দেশের উপস্থিতি ছিল না।

মিঃ চেনি প্রেসিডেন্ট বুশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন "র‍্যাডিক্যালদের ঘৃণা যখন ইরাক কোন ইস্যু ছিল
না তখনও ছিল, যখন ইরাক ইস্যু হিসেবে থাকবে না তখনও থাকবে।"

ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনি বলেন, "গণতন্ত্র পুরুষ ও মহিলাদের ভাগ্য নির্ধারনের ক্ষমতা প্রদান করে
বিধায়" যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে সহায়তা করছে। ইরাকী জনগণ "শান্তির অন্বেষণে তাদের শক্তি ব্যয়" করবে এবং "সহিংসতা ও অসন্তুষ্টির মতবাদ তাদের আবেদন হারাবে।"

রামসফিল্ড এ বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেন যে, বিনা মুল্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়
না এবং কখনো তা করাও যাবে না। তিনি বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। তবে তার অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত হচ্ছে।

ইরাকের বিষয়টিকে তুলে ধরে রামসফিল্ড এ দেশটিকে "সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু"
হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ইরাকে বিদ্রোহীরা গোটা বিশ্বকে অন্য কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেও সেখানে বড়

ধরনের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের এই যুদ্ধে শত্রু হচ্ছে নির্মম এবং তারা তাদের মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাবে।

রামসফিল্ড বলেন, "একদা যে দেশটিকে একটি নিষ্ঠুর একনায়কত্বের দ্বারা নৃশংস অত্যাচার করা হতো, একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের অধীনে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এখন সেখানে কাজ চলছে।"

রামসফিল্ড আরও বলেন, "পাঁচ কোটি আফগান ও ইরাকীদের আমরা এ কথা বলবো না যে যেহেতু লড়াই চালিয়ে যাওয়া কঠিন তবু যারা আমাদের নিজেদের দেশ ও বিদেশে আমাদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ খোঁজে সেই সব শিরঃচ্ছেদকারী, সন্ত্রাসী, আততায়ী বা একুশ শতকের ফ্যাসিবাদের সমর্থকদের হাতে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যাবো না।"

ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনি বলেন, "আমাদের বন্ধুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে সুদিন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি। আর গণতন্ত্র সমর্থন করে আমরা আমাদের দেশের আদর্শ ও আমাদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করছি।"

চেনির বক্তব্য www.whitehouse.gov/news/release/2006/08/20060828-4.html ওয়েবসাইটের এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

রামসফিল্ডের বক্তব্য বিষয়ে একটি নিবন্ধ ওয়েবসাইটের এই www.defenselink.mil/News/NewsArticle.aspx?id=626 ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

==========

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স:*

৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল: DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*